দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN 8 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি

যে কারণে হলুদ দল ৫টি পদ হারিয়েছে

॥ জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ই জানুয়ারি বুধবার অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, সিন্ডিকেট, শিক্ষা পরিষদ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সদস্য পদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-বাম সমর্থিত হলুদ দল পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হারানোর কারণ দলীয় কিছু শিক্ষকের আঞ্চলিকতা, সুবিধাবাদ, আদর্শহীনতা এবং কয়েকটি পদের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দলীয় শিক্ষকদের ক্ষোভ। নির্বাচনের পর হলুদ দলের বেশকিছু শিক্ষকের সাথে আলাপ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গত বছরের ৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি পদের নির্বাচনে হলুদ প্যানেলের প্রার্থীরা ৩৩টি পদের সবক'টিতেই জয়লাভ করা সত্ত্বেও মাত্র চার মাসের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত বর্তমান নির্বাচনে উল্লিখিত কারণে তারা ৬টি ডিনের মধ্যে ৩টি এবং সিন্ডিকেটের ৫টি পদের ২টি পদে পরাজিত হয়।

হলুদ দলের বিভিন্ন শিক্ষকের সাথে কথা বলে জানা গেছে ঃ দীর্ঘদিন ধরে দলের ভেতর ক্রিয়াশীল জেলা নামাঙ্কিত একাধিক আঞ্চলিক উপদল পরস্পরের বিরুদ্ধে লিপ্ত থাকায় দলের সংহতি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে, যার প্রতিফলন ঘটেছে গতকালের নির্বাচনে।

শিক্ষকরা জানান ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন সুবিধাবাদী শিক্ষক হলুদ দলে গণহারে যোগ দিতে থাকেন। এতে দলের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত শিক্ষকরা যারা জামাত-শিবির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম করে বিজয় অর্জন করেছিলেন তারা উপেক্ষিতবোধ করতে শুরু করেন। এ সুবিধাবাদী শিক্ষকদের অনেকেই তাদের আদি দলের সাথে আঁতাত করে হলুদ প্যানেলের বিপক্ষে ভোট দেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক 'সংবাদ'কে জানান।

প্রগতিশীল শিক্ষকদের এ দলটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে আদর্শের প্রশ্নে নানা সময়ে শিথিলতা দেখানোর ফলে দলীয় আদর্শবিরোধী অনেকে দলের ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেন। এদের অসহযোগিতা ঐ পাঁচটি পদে পরাজয়ের একটি কারণ বলে একজন প্রবীণ শিক্ষক জানান।

হলুদ দলের একজন শীর্ষনেতা জানিয়েছেন ঃ কয়েকটি পদের মনোনয়ন নিয়ে একটি আঞ্চলিক উপদল বেশি সুবিধা পাওয়ায় অন্য উপদলগুলো ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের অনেকেই দলীয় প্রার্থীকে ভোট প্রদানে বিরত থাকেন বা বিপক্ষের প্রার্থীকে ভোট দেন।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জুনিয়র শিক্ষক জানান, সম্প্রতি সরকার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে আরও একজন করে উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ নেয়ার ফলে সম্ভাব্য প্রার্থীরা নিজেদের অবস্থানকে সামনে নিয়ে আসার জন্য সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে নির্বাচন ও ভোট প্রদানের ব্যাপারটিকে কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া দলের ভেতরে বর্তমান উপদলগুলোর মধ্যে কোন কোনটি অতীতে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছিল। কলা অনুষদের একজন সহকারী অধ্যাপকের মতে, এ সমস্ত সুবিধাবাদীই এবারের মনোনয়নে 'হালুয়া-রুটি'র ভাগ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে দলের মূলধারার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

হলুদ দলীয় একটি সূত্র জানায় ঃ দলের এ সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে দলীয় শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক জল্পনা-আলোচনা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। দলের বেশিরভাগ শিক্ষকই দলীয় আদর্শ, নীতি ও সংহতির প্রশ্নে নেতৃত্বের আরও দৃঢ় ও কঠোর হওয়া উচিত বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু দলীয় শৃংখলার স্বার্থে এরা কেউই নিজেদের পরিচয় জানাতে চাননি।

গণযোগাযোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন এ প্রসঙ্গে বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুর্নীতি এবং উচ্চশিক্ষা পরিপন্থী কার্যকলাপ এত বেশি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলো অনিয়মের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রগতিশীল হলুদ প্যানেলের শিক্ষকরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত এ অনিয়ম যন্ত্রটিতে মৌলিক পরিবর্তন আনার কাজে হাত দিতে পারেননি। ফলে যোগ্যতাহীন, মেধাহীন ও সুবিধাবাদী যে শিক্ষকরা আত্মীয়তার জোরে কিংবা ছদ্ম দলীয় পরিচয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে এতদিন নিয়োগ পেয়ে এসেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও পাচ্ছেন, তারাই নির্বাচনগুলোতে আঞ্চলিকতা ও আদর্শহীনতাকে প্রশ্রয় দেন। নির্বাচনে হলুদ প্যানেলের কোন কোন পদে পরাজয় এ সামগ্রিক অবস্থারই প্রতিফলন।